গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ ॥ নব পর্যায় ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩
সম্পাদক : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঃ সূচী ঃ

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন :
মুখবন্ধ ২১
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ ঈশ্বরচন্দ্র মাল ২২
উদ্বোধন ভাষণ ... নীহাররঞ্জন রায় ২৩
আদর্শনী উদ্বোধকের ভাষণ বি, এস, কেশবন ২৪
মূল সভাপতির ভাষণ ... প্রমীলচন্দ্র বসু ২৫
সম্মেলনে বিভিন্ন দলের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ৩৭
সম্মেলনে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী ৪৫
সম্মেলনী কথা ... শক্তিপদ পণ্ডা ৪৯
নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ৫১
গ্রন্থাগার সংবাদ ... ৫৪
সম্পাদকীয় ৫৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

—সদ্য প্রকাশিত—

জাহ্নবী-যমুনার উৎস-সন্ধানে

॥ শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

হিমালয়ের অরেষ্টনীর ভিতর যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও খোমুখ তীর্থ যাত্রার দুরূহতা সম্বন্ধে তেমন ইতিহাস নেই বললেই হয়। সে সম্বন্ধে অকিঞ্চন বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে।

সত্যকারি ভ্রমণ-কাহিনী ও তথ্য-সাহিত্যের অপূর্ব সমন্বয়।

দাম ৫।০

মিলন-উৎসবে রোশনচৌকির সুর মন্ত্র সম্পত্তিকে মাতিয়ে তুলুক

রোশনচৌকি

॥ শ্রীরমাপতি বসু ॥

শ্রীঅরদা মুন্সীর আঁকা প্রচ্ছদ পট।

দাম ২৸০

দুই হাতের মিলনে যা-নারীর যে নব জীবনের সূচনা, তারই সুর ধ্বনিত হয় রোশনচৌকিতে। হাজার বাঙালীর জীবনে রোশনচৌকি হয়ে আসুক আনন্দ ও কল্যাণের প্রতীক

—শীঘ্রই বেরুবে—

প্রেমের গল্প

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ। সুলভিত সুমুদ্রিত ও সচিত্র

নব-জনপদের রহস্যঘন সন্ধান

অসংকিপ্ত উপন্যাস

বঙ্গ বিজেতা

ডাঃ সুকুমার সেনের ভূমিকা-সহ।

বাঙালী জানুক—এই অপরাধে সে কত বড় ছিল। এই কাহিনী সেটাই প্রমাণ করে। দাম ২৸০

—আমাদের অন্যান্য বই—

॥ উপন্যাস ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাধীন প্রেম ৩৲

পৌলক চৌধুরী

পাতালে এক ঋতু (১ম) ৫৲

বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্রবৎ ৸৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাঁক ২৷৷০

কুমারেশ ঘোষ

ভাঙাগড়া ২৷৷০

বীরেন দাশ

সন্ধান ২৲

॥ সমালোচনা ॥

ডক্টর শচীন সেন

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় ৭৲

॥ গল্প ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাজুকলতা ২৷৷০

পরিমল গোস্বামী

মারকে লেজে ৪৲

শিবরাম চক্রবর্তী

বহু চেনা বিষম দায়! ১৷৷০

ভূত ও অদ্ভুত ১৷৷০

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

অনির্বাণ শিখা ২৸৹

দেহরক্ষণ ২৷৷০

॥ জীবনী ॥

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভারত মহিলা ২৷৷০

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আত্মন নদীর তীরে ১৷৹

আমাদের "বিশ্ব সাহিত্য গ্রন্থমালা" পড়ুন

রিডার্স কর্নার ঃ ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬
ফোন ৩৪-৩৬৪২ [তালিকার জন্য লিখুন]

❋ বেঙ্গল পাবলিশার্সের বই ❋

● উপন্যাস ●

মনোজ বসুর
সবুজ চিঠি ৩৲
শৈলজা মুক্তিবা আলীর
অবিশ্বাস্য ৩৲
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চিড়িয়াখানা ২৷৷০
সন্তোষকুমার ঘোষের
মোমের পুতুল ৪৷৷০
সুবীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
ছায়া-মারীচ
সতীনাথ ভাদুড়ীর
অচিন রাগিণী ৩৷৷০
বনফুল-এর
স্থাবর ৭৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
শিলালিপি ৩৷৷০
সমরেশ বসুর
সওদাগর ৩৷৷০
বারীন্দ্রনাথ দাশের
রক্তের বিবি ৩৲
গোপাল হালদারের
একদা ৩৷৷০
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
দেহমন ৪৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরোগ্য নিকেতন ৬৲
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুতুলনাচের ইতিকথা ৫৲
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
তোমরাই ভরসা ৪৷৷০
প্রবোধকুমার সান্যালের
বনহংসী ৪৷৷০

● ভ্রমণ কাহিনী ●

মণীন্দ্রনাথ গুহের
আমার দেখা ডেনমার্ক ২৲
পরিমল গোস্বামীর
পথে পথে (সচিত্র) ৩৲
মনোজ বসুর
চীন দেখে এলাম ১ম ৩৲ : ২য় ৩৷৷০
সতীনাথ ভাদুড়ীর
সত্যি ভ্রমণ কাহিনী ৫৷৷০

● রম্য রচনা ●

শৈলজা মুক্তিবা আলীর
পঞ্চতন্ত্র ৫৷৷০
ময়ূরকণ্ঠী ৩৷৷০
নীলকণ্ঠ বিরচিত
চিত্র ও বিচিত্র ৩৷৷০
সুবীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
মুখর লণ্ডন ২৲
কালকূটের
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ৪৷৷০
জয়ন্তকর
লৌহ কপাট ১ম ৫৷৷০ : ২য় ৩৲
দেবেশ দাশের
রাজোয়ারা ৫৷৷০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
দুয়ার হতে অদূরে ৩৲

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ❋ কলিকাতা বারো ॥

ন্যাশনালের বই

খৃষ্টপূর্ব ৭১ অব্দে মুমূর্ষু রোম সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের দাবীতে দাসেরা বিদ্রোহ করেছিল। সে যুগেও সেই চেতনায় তারা বেঁচেছিল, আর সেই জন্যেই মরেছিল। এই বিদ্রোহের নায়ক স্পার্টাকাস আর কাহিনী হাওয়ার্ড ফাস্টের বলিষ্ঠ লেখনীতে রূপায়িত হয়েছে একটি অনির্বাণ বিশ্বাস ও প্রেরণার শিখারূপে।

অনুবাদ : **সুশীল চট্টোপাধ্যায়** দাম ৫৲

হাওয়ার্ড ফাস্টের

শেষ সীমান্ত

রেড ইণ্ডিয়ানদের মুক্তি অভিযানের অনবদ্য কাহিনী।

শোভন : ৪৲ সাধারণ : ৩০

আলেক্সি তলস্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

Ordeal—এর অনুবাদ

১ম খণ্ড: **দুইবোন** ৫৲ ২য় খণ্ড: **উনিশো আঠারো** ৫৲

৩য় খণ্ড: **বিশ্ব প্রভাত** ৬৲ তিন খণ্ড একত্রে ১৫৲

ম্যাকসিম গর্কির

মা

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

অনুবাদ : **পুষ্পময়ী বসু**

শোভন ৪৲ সাধারণ ২৷৷০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাইভেট) লিঃ

১। বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ শাখা : ৩।২ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ]　　জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৩　　[নব পর্যায় ২য় সংখ্যা

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

মুখবন্ধ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে, কাঁথি ক্লাবের ব্যবস্থাপনায়, কাঁথি ক্লাব সংলগ্ন 'বীরেন্দ্র-স্মৃতি-সৌধে' বিগত ১৩ই-১৪ই এপ্রিল দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দূর-সুদূরাঞ্চল হইতে দেড় শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন।

জাতির সমাজ-জীবনে আজ যে নতুন প্রেরণা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে সাংস্কৃতিক জীবনে অনুভূত হইতেছে যে-নতুন প্রাণস্পন্দন তাহারই পটভূমিকায় আজিকার এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য অসাফল্যের পরিমাপ করিতে হইবে। আনুষ্ঠানিক জাঁকজমক অপেক্ষা পারস্পরিক সহজ অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি, অবাস্তব, তত্ত্বময় ভাষণ অপেক্ষা আন্তরিকতার বাস্তব উপলব্ধি আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরিচালনার নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য সম্মেলনে পরীক্ষামূলকভাবে এই নতুন নীতি অনুসৃত হইয়াছে, এবং এই পরীক্ষার ফল যে সন্তোষজনক হইয়াছে—সম্মেলনে যোগদানকারী বহু প্রতিনিধি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটী-বিচ্যুতি অবশ্যই ছিল এবং তজ্জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা চাহিতেছি। যে-টুকু সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে তাহার কৃতিত্ব যাঁহাদের প্রাপ্য তাঁহাদের উদ্দেশে শুধু মাত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না। রাত্রি জাগরণের গ্লানি, পথশ্রমের ক্লান্তি এবং আরও বহুবিধ অসুবিধাকে হাসিমুখে অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা দুইদিবসব্যাপী আলোচনায় আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে অংশগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী আপনজন। তাঁহাদের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন তাই নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের তথা কাঁথির নাগরিকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সহৃদয় আতিথেয়তার স্মৃতি প্রতিনিধিগণ দীর্ঘদিন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিবেন। তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেবানিষ্ঠা সকল প্রশংসার

উর্ধ্বে। ইহাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ভাষণ

সমাগত বিদ্বজ্জন মণ্ডলি!

গ্রন্থাগার পরিরক্ষণ ও পরিবর্ধনের মধুব্রত লইয়া আজ আপনারা বাংলা দেশের প্রত্যন্তভাগে অবস্থিত এই কাঁথিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাদের কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহা আমি জানিনা। শুধু এইমাত্র আকাংখা করি, আমার উক্তির ভিতর দিয়া যেন কাঁথির অগণ্য জনসাধারণের উৎসুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।...

সমুদ্র-সম্ভূত এই কাঁথি।...শুধু সংগ্রামে নয়, সংস্কৃতিতেও এই ভূখণ্ডের একটি গৌরবময় পরিচিতি রহিয়াছে।.....এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করিবারও একটি ইতিহাস আছে। এই প্রচেষ্টার প্রথম ধারাটি দেখা যায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনায়।.....দ্বিতীয় ধারাটি হইল এই অঞ্চলের ইতিবৃত্ত রচনা।.....আর, এই প্রচেষ্টার তৃতীয় ধারার বিশিষ্ট ভূমিকাটিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এই অঞ্চলের ছোট ও বড় বিভিন্ন গ্রন্থাগার।

এই গৌরব অর্জনের পুরোভাগে যে প্রতিষ্ঠানটি রহিয়াছে—তাহার নাম রাজ নারায়ণ বসু স্মৃতি-পাঠাগার। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর সহরে ইহার প্রতিষ্ঠা। বৈপ্লবিক মন্ত্রের দীক্ষাগুরু ঋষি রাজনারায়ণ বসুই ইহার স্থাপয়িতা ও প্রথম সম্পাদক।

উল্লেখ করিতে হয় কাঁথি ক্লাবের কথা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মে কাঁথির সাংস্কৃতিক মিলন-কেন্দ্ররূপে কাঁথির জনসাধারণের উদ্যোগে এই ক্লাবের সূচনা হয়।... ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় ক্লাবের নিজস্ব একতলা গৃহ; ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা দ্বিতল গৃহে পরিবর্তিত হয়। সেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীর অধিককাল কাঁথিবাসীর জীবন-বিকাশনার কার্যে ইহা এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।.....

কাঁথি ক্লাবের কথা বাদ দিলে কাঁথি সহরে এবং মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে ছোট বড় অসংখ্য গ্রন্থাগার রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে মীরাপুর সৎসাহিত্য সম্মিলনীর গ্রন্থাগারটি। প্রাচীনত্বে, আয়তনে এবং কার্যকারিতায় যে কোন পল্লীর পক্ষে ইহা একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুঃখের সংগে বলিতে হয় যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জীবনীশক্তিতে দুর্বল ও অক্ষম। স্বল্প-সভ্যের প্রেরণার পাথেয় লইয়া ইহাদের জন্ম, কিন্তু নিত্য

অবস্থাতেই ইহাদের বার্ধক্য আসিয়া গ্রাস করে, নামমাত্র নিয়ম রক্ষা করাই তখন ইহাদের কাজ হইয়া উঠে। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যয়ন অনুধাবনের যে উজ্জ্বল স্পন্দন—তাহা কেবল কল্পনারই চিত্র থাকিয়া যায়। আমার মনে হয়, এই ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে বর্তমানের কঠিন জীবিকা-সংগ্রাম, সংগঠন-শক্তির অভাব এবং নবতর আলোক-প্রাপ্তির অনুযোগ। এমনি করিয়া গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি যেভাবে ত্বরান্বিত হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা হইতে পারিতেছেনা উপরিউক্ত তিনটি কারণেই।

পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শেষোক্ত দুইটি অসুবিধা দূরীকরণের ব্রত লইয়া এই দশম সম্মেলনে উপনীত হইয়াছেন আমাদেরই দ্বারদেশে। কাঁথি তথা সমগ্র মেদিনীপুরের জনসাধারণকে, প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে আমি আহ্বান জানাইয়া বলি—আমরা যেন এই সুযোগকে বরণ করিয়া লইতে। ... বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত যুক্ত হউক কাঁথি এবং তাহার ছোটবড় যাবতীয় গ্রন্থাগার; সর্বোপরি পরিষদের এই আন্দোলন অচিরেই জয়যুক্ত হউক—আজিকার শুভ সম্মেলনবাসরে এই আমার একান্ত কামনা .....

আপনাদের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা-বিনম্র অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল

উদ্বোধন-ভাষণ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

সম্মেলনের উদ্বোধক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার ভাষণে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—এই সম্মেলনের আয়োজন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মিত কর্তব্য। এই সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মিগণ এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া বার্ষিক সাধারণসভা করেন; আগামী বৎসরের কর্মপদ্ধতি স্থির করেন। তাই, তাঁহার মতে, এই সম্মেলন উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে না।

কাঁথির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, কাঁথিবাসিগণের সহৃদয় আতিথেয়তা ও বন্ধুবাৎসল্যের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—এইস্থানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় একটা নতুন কর্মপদ্ধতি গড়িয়া উঠিবে—এই আশা ও বিশ্বাস তাঁহার আছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অগ্রগতির ইতিহাস উল্লেখ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন :—"এই প্রতিষ্ঠানটিকে এর বাল্যে ও কৈশোরে যাঁরা সেবা করেছেন

তাঁদের একজন ব'লে আমি আজ এর অগ্রগতি দেখে আনন্দিত। পরিষদের বর্তমান অবস্থাকে যদি আমরা objectively, অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করি তা'হলে হয়ত খুব বেশী কিছু হয়েছে বলা যাবে না। কিন্তু পূর্বের অবস্থা যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই এর বর্তমান প্রগতি লক্ষ্য করে আমার বাণী খুঁজে পাবেন।"

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারা, এবং গ্রন্থাগার-উন্নয়নের সরকারী পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—সম্ভঃসাক্ষর, এমন কি নিরক্ষরদের জন্যও যে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন একথা আজ স্বীকৃত হইয়াছে—ইহা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় সম্ভঃসাক্ষর এবং নিরক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থের নিতান্ত অভাব রহিয়াছে। তিনি বলেন: আজ সময় এসেছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের ও প্রকাশকদের ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার। বই তৈরী না হ'লে আপনারা গ্রন্থাগারে রাখবেন কি? আপনারা যদি সম্মিলিত হয়ে পরিকল্পনা তৈরী করে সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের সামনে উপস্থিত করতে পারেন তবে ফল হবে বলে আমার বিশ্বাস। রাজ্যসরকার যদি সাধারণ পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য দিতে কার্পণ্য না করে থাকেন তবে এই গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য দিতে কার্পণ্য করবেন কেন?" প্রসঙ্গতঃ তিনি ১৯৩৭—৩৮ সালে বিহারের তদানীন্তন শিক্ষা-মন্ত্রী সৈয়দ মামুদের প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন।

প্রদর্শনী-উদ্বোধন ভাষণ : শ্রী বি, এস্, কেশবন

সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীবি, এস্, কেশবন তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন—নির্মীয়মান এই "বীরেন্দ্র স্মৃতি-সৌধের"ই মত আমাদের দেশও আজ গঠনের পথে; এবং গঠনমূলক কাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নানা দিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও আজ সংগঠনের দিকে অগ্রসরমান। দুই-দিবস-ব্যাপী এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের জন্য এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা-সূচী নির্ধারিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আয়োজিত প্রদর্শনীতে স্থানীয় সংগ্রহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার মতে ইহা খুবই সমীচীন। স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক—স্থানীয় সংগ্রহগুলি প্রায়শঃই অবহেলিত। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকগণ এই উপলক্ষে বহু মূল্যবান স্থানীয় সংগ্রহ প্রদর্শনের আয়োজন করিয়াছেন জানিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—১৯৫৬

মূল সভাপতির ভাষণ

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

বন্ধুগণ,

আপনাদের সাদর আহ্বানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতির সম্মানিত আসন গ্রহণে স্বীকৃত হ'য়েছি একান্ত কুণ্ঠিতচিত্তে এবং সংকোচ সহকারে। এই আসনের সম্মান লাভের বা মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত যোগ্যতা আমার নেই, সে বিষয়ে আমি অবহিত আছি। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের কর্মীসম্প্রদায়কে আপনাদের প্রীতি ও অনুরাগ জ্ঞাপন যে এই আহ্বানের উদ্দেশ্য, অনুমানে তা' বুঝতে পারি। আর সেজন্য ব্যক্তিগত অযোগ্যতা সত্ত্বেও সহকর্মী ও সহপন্থী বন্ধুদের গৌরববৃদ্ধির আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রতে পারিনি। আপনাদের সকলের সমবেত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় আমি আস্থাশীল। সেই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সভাপতির দায়িত্ব পালনে আমাকে সহায়তা ক'রবে এ বিশ্বাস মনে দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলার দান সর্বজনবিদিত। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতির প্রাচীনত্বে মেদিনীপুর গৌরবান্বিত। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগার আছে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই জেলার রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার সম্ভবতঃ তা'র মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্যামানন্দ, বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, স্বনামধন্য মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ মেদিনীপুর-সন্তানদের প্রতিভা, কর্মশক্তি ও দেশপ্রেম এই জেলার গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবি রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বাংলার বহু মনীষীর নামের সাথে মেদিনীপুরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে দেখি, সমুদ্রতটে নিবিড় বনমধ্যে নবকুমারের যখন পথভ্রান্তি জন্মিল, তখন অনন্ত

সমুদ্রের জনহীন তীরে কপালকুণ্ডলা তাঁকে স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধালেন, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এবং কল্পনার কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে এই মেদিনীপুরে পথের সন্ধান দিলেন। কল্পনা রাজ্য ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে নেমে এলে আমরা দেখি জাতীয় জীবনে সহস্রাসংকুল বহু দুর্যোগের পথে মেদিনীপুর বহুবার এগিয়ে এসেছে কপালকুণ্ডলারই মত দেশবাসীকে পথ দেখাতে। একদা এই মেদিনীপুরের পথ বেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন। মহামনীষীদের পদধূলি-মণ্ডিত মেদিনীপুর জেলার ভূমি স্পর্শে নিজেকে আজ কৃতার্থ মনে করি। আর আশা রাখি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক মহাসন্ধিক্ষণে কাঁথিতে অনুষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার সম্মেলন মেদিনীপুরের পূর্ব কৃতিত্বের ধারা বজায় রেখে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যলাভের নিশ্চিত পথের সন্ধান দিতে সমর্থ হবে।

ক্রমবিবর্তন প্রাণবন্ত গতিশীলতার নিদর্শন। ক্রমবিবর্তনের পথে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ নবরূপ পরিগ্রহের দ্বারদেশে উপনীত। এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তর যে সময়ে ঘটে সেই সময়কে আমরা বলি সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণের পথ ঠিকমত বেছে নিতে পারা না পারার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে এই প্রচেষ্টার সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা। কাজেই আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আজকের এই সন্ধিক্ষণের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে রূপ এবং ধারার সাথে আমরা এযাবৎ পরিচিত, তার উৎপত্তি ও বিকাশের মূলে পাশ্চাত্য আদর্শের সক্রিয় প্রভাবের কথা অস্বীকার ক'রলে সত্যের অপলাপ করা হবে। ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসায় এবং এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে আমাদের দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কোন দেশ বা জাতির পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও অন্য-নিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার যুগ বহুদিন গত হ'য়েছে। একের প্রভাব অন্যকে আজ বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে। এক দেশের আন্দোলন অন্য দেশে পৌঁছে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এহেন অবস্থায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম বাহন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য ধারা এদেশে যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছে তা'তে ক্ষুণ্ণ বা আশ্চর্য হবার কারণ নেই কার্যকারণের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই এটা ঘটেছে। আর এর প্রয়োজনও নিশ্চয় ছিল? কাজেই একে প্রসন্নমনেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। নানা বাধা বিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য ধারাকে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত

এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাই তাঁদের নিন্দাবাদ না ক'রে আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হ'তে সবে আনে উপহার' কবির এই উক্তি আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে এতদিন যাবৎ পশ্চিমের আদর্শের উপহার উত্তর করপুটে গ্রহণ করেছি। এবার কবির পরবর্তী উক্তির—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'—তাৎপর্য গ্রহণ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। অন্ধভাবে শুধু পাশ্চাত্যের অনুসরণ না ক'রে আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতিসাধন করা সংগত ও সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হ'লে কোন পথে তা' করণীয় এসব কথা এ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের এবার স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা ও আলোচনা করার প্রয়োজন হয়েছে। এই সূত্রে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বর্তমান অবস্থাও পর্যালোচনা ক'রে দেখা দরকার—এই সব দেশের কাছ থেকে আমাদের নূতনভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু থাকলে যাতে তাকেও আমরা গ্রহণ করতে পারি এই উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনের এই তাগিদ গ্রন্থাগার আন্দোলনের যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণের সূচনার আভাষ দেয়।

এক কালে গ্রন্থাগার ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মনের বিচরণ ক্ষেত্র। গণতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রসার এবং জনগণের সচেতন সমাজের আবির্ভাব ও ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে সাথে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হ'তে লাগলো বহুতর ব্যক্তির জন্যে ধীরে ধীরে। আগেকার দিনের গ্রন্থাগার স্বল্প সংখ্যক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির মনের আনন্দ খোরাক যোগাত অথবা তাঁদের গবেষণার কাজে মালমসলা জুগিয়ে দিত। নবযুগের গ্রন্থাগার তার জ্ঞান ও আনন্দ মহলের দরদালানের দরজা খুলে উদাত্ত সুরে স্বাগত আহ্বান জানায় সর্বজনের উদ্দেশে। এই আহ্বান জানান হয় পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, অন্ধ-চক্ষুষ্মান, রোগী-নীরোগ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল স্তরের লোককে—কারও সাথে কারও প্রভেদ না রেখে। বিশেষ শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির ব্যবহারের জন্যে গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা আর সর্বশ্রেণীর বহু সংখ্যক লোকের জন্যে আয়োজন ও ব্যবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপকতা ও জটিলতা সম্বন্ধে যে বিরাট পার্থক্য আছে তা' সহজেই অনুমেয়। গভীর ও ব্যাপক পরিধি বিশিষ্ট এই বৈচিত্র্য ও জটিলতার সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস সাধন সহজ কথা নয়। পাশ্চাত্য দেশে এই দুরূহ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য অব্যাহত চেষ্টা চ'লেছে। আর পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ অনুসরণ ক'রে আমরাও আমাদের সীমাবদ্ধ গ্রন্থাগারের

ব্যবস্থা ও আয়োজনকে অতিক্রম ক'রে অধিকতর ব্যাপকভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রছি। এদিক দিয়েও আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের যুগ পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হ'য়েছি।

আমাদের দেশের আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনাকাল হ'তে স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু না হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের মূলে কাজ ক'রেছে প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগ। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে রাজ্য সরকার সমূহ এবিষয়ে কিছুটা অগ্রণী হ'য়েছেন। ফলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এখন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় ও সংযোগ সাধনের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। চতুর্দিকের অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হ'য়েছে।

এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই বিচিত্র অবস্থার পটভূমিতে আমরা সম্মিলিত হ'য়েছি কাঁথিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনে। আশা করি এই সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ সকল বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণান্তে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের নিমিত্ত যুগোপযোগী এমন এক বাস্তব কার্যসূচী নির্ধারণ ক'রবেন যা' গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে জটিল অবস্থাকে আয়ত্তে আনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ভবিষ্যতে চিরদিন প্রেরণা জাগাবে এই আন্দোলনের কর্মীদের মনে ও প্রাণে।

দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় এ দেশের জীবনাদর্শ বা চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এতদিনের অনুসৃত পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগার নীতির আশু পরিবর্তন সাধন, প্রয়োজন ও সম্ভব কিনা তা' আপনারা বিবেচনা করুন। বাহ্যিক চাকচিক্য অপেক্ষা অন্তর্নিহিত গুণের সমাদর করাই ভারতীয়দের সনাতন নীতি। বহু ভণ্ড তপস্বী গেরুয়া বসন ব্যবহার ক'রে জেনেও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের গেরুয়াবসনের প্রতি এত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ কেন? তার কারণ মানুষের অন্তরতম শ্রেষ্ঠগুণ ত্যাগকে ভারতবাসী অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আর গেরুয়া বসন এই ত্যাগেরই প্রতীক, সেজন্যে গুণের সমাদরের জন্যেই এই শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ।

এদেশের সাধারণ মানুষ যা'কিছু ভাল যা'কিছু মহৎ তা'কে সবার ঊর্দ্ধে স্থান দিতে চায়। এই তাদের শিক্ষা, এই তাদের সনাতন ধর্ম। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কি তার ব্যতিক্রম হবে?

গ্রন্থাগারের সত্যিকারের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা কোথায়? তার অস্তিত্বের প্রকৃত সার্থকতা কিসে? সংগৃহীত গ্রন্থরাজীর স্ফীত কলেবরের পরিধি যদি এই মর্যাদা বা

অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হয় তাহ'লে গ্রন্থাগার স্থাপনের অন্তর্নিহিত মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রন্থের প্রকৃতি এবং তা'র পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের উপরে নির্ভর করে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের যথার্থ মূল্য। গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের এই সংজ্ঞা পাশ্চাত্যদেশে যে জানা নেই এমন নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না। কার্যতঃ সংখ্যার আধিক্যই প্রধান বিবেচ্য বিষয়ের উপরেও আধিপত্য করে। যেখানেই আপনি যান, গ্রন্থাগারের কথা উঠলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবেন প্রশ্ন হবে 'আপনার গ্রন্থাগার কত বড় ?' (What is the size of your Library ?) ভাবের ঘরে চুরির অবকাশ না রেখে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের যথার্থ সংজ্ঞার কার্যকরী স্বীকৃতি দান সত্যই কি সম্ভব নয় ? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৃথ্বী তা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে, তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। ...সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয়, একথা মনে থাকে না।' আমার তো মনে হয়, ভ্রান্ত নেশার মোহ কাটিয়ে আমাদের দেশের সনাতন চিন্তা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা যদি আমাদের গ্রন্থাগার জগতে এই সংজ্ঞার বাস্তব স্বীকৃতি দিতে পারি যে, 'গ্রন্থাগারের আকার অপেক্ষা সেখানে সংগৃহীত গ্রন্থাদির প্রকৃতি এবং তার সম্যক সদ্ব্যবহারই গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের যথার্থ মাপকাঠি, তা'হলে শুধু সত্যকেই সম্মানের আসন দেওয়া হবে না, গ্রন্থাগারের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হবে এবং গ্রন্থাগারের জন্য যে সময়, শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত হয় তার অনেক অপচয় নিবারণ হবে এবং ঐ উদ্বৃত্ত সময়, শক্তি ও অর্থ গ্রন্থাগারের সত্যিকারের উন্নতির জন্যে নিয়োগ করা সম্ভব হবে। গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের এই সংজ্ঞাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যথার্থ হিতসাধন করা হবে বলে আমি মনে করি।

নীতির কথা ছেড়ে দিয়ে এবার গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য রীতির সাথে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য বিধানের কোন অবকাশ আছে কিনা আপনারা বিচার করে দেখতে পারেন। আমাদের দেশ এখনও পল্লী-প্রধান। আজকের দিনের গ্রন্থাগার সাক্ষর, নিরক্ষর, ধনী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই জ্ঞান ও আনন্দ পরিবেশনের আবশ্যক ব্যবস্থা রাখতে চায় নিজের তত্ত্বাবধানে। কিছুদিন পূর্বেও এ দেশের পল্লীতে পল্লীতে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও আনন্দ পরিবেশন করা হতো যাত্রা, কথকতা, কবি গান ইত্যাদির মাধ্যমে। আমাদের দেশের পল্লী-গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ও মাধ্যমে পল্লীর অর্ধশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর

লোকদের জন্ত দেশের সেই পুরাণো পরিবেশ সৃষ্টি করা কি একেবারেই অসম্ভব? গ্রাম্য গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে পল্লীবাসীর মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্তে পল্লীর নিজস্ব প্রাচীন উপায়গুলিকে আবশ্তকবোধে আধুনিকরূপে পরিবর্তিত ক'রে গ্রহণ ক'রতে পারলে এবং পল্লীবাসীদের সামনে উপস্থিত ক'রতে পারলে গ্রন্থাগারকে পল্লীবাসীদের সকল সম্প্রদায় অধিকতর সহজ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে পল্লীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ব'লে অন্তর দিয়ে গ্রহণ ক'রতে পারবে এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্তও সহজে সফল হবে একথা উল্লেখ করা চয়তো বাহুল্য।

'সৎ চিন্তা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা' (Plain living and high thinking) এ দেশের আদর্শ ছিল। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জগতে পার্থিব ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় এবং সঙ্গতও নয়। পার্থিব ঐশ্বর্য অর্জনের চেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রতি যদি একান্ত আসক্তি না জন্মে তা' হলে মানুষ অনেক ক্ষোভ অনেক দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। বস্তুতান্ত্রিক জগতের জাঁকজমক ও জৌলুস সাধারণ মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। এই জাঁকজমক ও জৌলুসের আড়ালে আসল বস্তুর পরিচয় অনেক সময় অজ্ঞাত থেকে যায়। পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগারের বাহ্যিক জাঁকজমক ও জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি সর্বত্র পাশ্চাত্য আদর্শে চলবার চেষ্টা করি তা' হলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা হবে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের পল্লী গ্রন্থাগারে অথবা সহরের অনেক বিত্তহীন গ্রন্থাগারে পাঠকদের জন্ত ব্যয়বহুল টেবিল, চেয়ার অথবা অন্যান্ত দামী আসবাবপত্র রাখা কি একান্তই অপরিহার্য? এদের পরিবর্তে অধিকতর সুলভ মূল্যে দেশীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা কি সম্ভব নয়? যেখানে ভাল রাস্তার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই, সেখানে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্ত মোটরচালিত মূল্যবান যানের ব্যবস্থা অপেক্ষা অন্ত কোন সুলভ ব্যবস্থা কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয়? গ্রন্থাগারের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জায় বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় প্রথা ও ব্যবস্থার প্রভাব স্থানীয় জনসাধারণের মনে গ্রন্থাগারকে নিজস্ব বস্তু বলে গ্রহণ করবার পক্ষে কি অধিকতর সহায়ক হয় না এবং ব্যয়ের দিক দিয়েও এই ব্যবস্থা কি সুলভতর হয় না? দেশে নানাভাবে নানা দিক দিয়ে গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা যাঁরা করছেন তাঁদের সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করি।

গ্রন্থাগার পরিচালনের বিদেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে নানা ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিশেষ সমস্তা বা বাস্তব অবস্থার উপযোগী করে তোলার প্রয়োজনের কথাও আপনারা ভেবে দেখবেন আশা করি। মোট কথা এতদিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের

বিদেশী ধারার স্রোতেই আমরা ভেসে চলেছি। এবার কিছুটা আত্মস্থ হবার সময় এসেছে। বিদেশের যা কিছু ভাল এবং আমাদের গ্রহণযোগ্য তা' গ্রহণে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই বরং পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু সংগে সংগে আমাদের নিজেদের নিজস্ব সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ প্রয়োজনের কথা একেবারে ভুলে থাকলে চলবে না। সেদিকেও সজাগ ও পূর্ণ দৃষ্টি রেখে উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনমত সামঞ্জস্য সাধন ক'রে আমাদের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়—এই আমার অভিমত। আর সেজন্য মাত্র পাশ্চাত্য আদর্শে মোহগ্রস্ত না হ'য়ে প্রাচ্যের এবং বিশেষ ক'রে আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ সমস্যার প্রতি অবহিত হবার কথা উল্লেখ করেছি। হয়তো আমার এই ধৃষ্টতার জন্য আমার অনেক উৎসাহী বন্ধুর বিরাগ ভাজন হ'লাম। তাই এবার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য প্রবাহের ভাল দিকগুলোর কিছু কিছু যা আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে তার কথা উল্লেখ ক'রবো।

বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার আর সীমাবদ্ধ লোকের সেবায় আবদ্ধ থাকতে পারেনা। জগদ্ব্যাপী গণচেতনার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগের দাবী আজ স্বাভাবিক ও সংগতভাবে দেশের সর্বত্র সর্ব শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুভূত হ'চ্ছে অথবা অনতিকাল মধ্যে অনুভূত হ'বে। শুধু গ্রন্থের সাহায্যে আজকের এই চাহিদা মিটান সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশের যেখানে কার্যতঃ নিরক্ষর ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে সেখানেও গ্রন্থ ব্যতীত চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য আরও নানা বস্তুর সাহায্য নেওয়া হ'চ্ছে গ্রন্থাগারে—বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের মাধ্যম হিসেবে। আমাদের দেশে যেখানে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের বহুগুণ বেশী সেখানে সর্বসাধারণকে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হ'লে গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যথা ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, ছবির সংগ্রহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির সমাবেশের প্রয়োজন আরও বেশী। এদিক দিয়ে আমরা এখনও বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারিনি। আধুনিক গ্রন্থাগারের নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম ও উপায় যে পরিমাণে ও যেভাবে আমাদের গ্রহণ করা সম্ভব তা'র জন্য এখন হ'তেই অনুসন্ধান ও প্রস্তুতি প্রয়োজন—যদি গণতান্ত্রিক গ্রন্থাগারের সাফল্য আমাদের কাম্য হয়।

বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন ভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও লেন-দেনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে পাশ্চাত্যের ধনীর দেশের গ্রন্থাগারে। আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে কত রকম ভাবে পারস্পরিক সাহায্যের লেনদেনের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে তা' নির্ণয় ক'রে তদ্বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা

ক'রলে তা' সময়োপযোগী হ'বে এবং এদেশে গ্রন্থাগারের যাবতীয় জনসেবার আয়োজন দ্রুত পরিপুষ্ট হ'বে ব'লে মনে করি। এ বিষয়ে আপনারা অবকাশমত চিন্তা ও আলোচনা ক'রে ব্যবস্থা ক'রলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

সমাজের সকল স্তরের ও সর্বশ্রেণীর লোককে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হ'লে অন্ধদের গ্রন্থাগার, হাঁসপাতালের গ্রন্থাগার, গৃহাভ্যন্তরে শয্যাগত রোগী বা অশক্তের গ্রন্থাগার, ছোট শিশুদের গ্রন্থাগার, কিশোর বয়স্কদের গ্রন্থাগার, কয়েদীর গ্রন্থাগার, কৃষক ও শ্রমিকের গ্রন্থাগার, নিরক্ষর এবং সবেমাত্র অক্ষর-জ্ঞান লাভ ক'রেছে এমন লোকের গ্রন্থাগার, নারী সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ও প্রকৃতির যে অসংখ্য গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার-আন্দোলনে অগ্রগামী দেশ সমূহে স্থাপিত হ'য়েছে সেরকমের গ্রন্থাগার আমাদের দেশের উপযোগী ক'রে স্থাপন করা যে প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য। দেশ স্বাধীন হবার পর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দেশকে যুগপৎ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হ'চ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপ দিতে হ'লে দেশের চারিদিকে এই সব বিশেষ ক্ষেত্রের উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপন করা আবশ্যক এবং সেখানে ঐ সব বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপযুক্ত পুস্তক পত্রিকাদি রাখা প্রয়োজন যাতে ঐ সব বিষয়ে নিযুক্ত অনুরাগী ও আগ্রহশীল ব্যক্তি নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ অনায়াসে সংগ্রহ ক'রতে পারেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির সাহায্য পেতে পারেন। গ্রন্থাগার আজ শুধু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আনন্দ পরিবেশনের প্রতিষ্ঠান নয়, দেশ ও সমাজ গঠনের সর্বপ্রচেষ্টার সহায়ক প্রতিষ্ঠানও বটে। এ কারণ দেশ ও জাতির জীবনে গ্রন্থাগারের মূল্য আজ অপরিসীম। কাজেই দেশব্যাপী সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা ও তাকে বাস্তব রূপ দান করার সময় উপস্থিত হ'য়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে যে সকল শক্তি ও উপাদান ও পরিবেশের সমন্বয়ের উপর গ্রন্থাগারের অগ্রগতি নির্ভর ক'রে তা'র প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করা প্রয়োজন হ'য়েছে। এই সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনা হ'বে এবং সম্ভবতঃ সম্ভব-মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'বে একথা জেনে আনন্দিত হ'য়েছি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের নিমিত্ত নানাদিকে করণীয় বহু উল্লেখযোগ্য কাজ আছে যা এখন এদেশে আদৌ অথবা যথাযথ ভাবে আরম্ভ করা হয়নি। এ ধরণের কাজগুলা সমস্তই যে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানের করণীয় এমন নয়—কিন্তু এদের অভাব অথবা এতৎসম্পর্কে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি

গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহার অথবা গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিকে ব্যাহত করছে। ইতস্তত: দু'একটা বিষয়ের উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না ব'লে আশা করি।

এদেশে যেসব বই নিয়ত প্রকাশ হ'চ্ছে তার হদিশ পাবার কোন সহজ উপায় নেই। বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত সুনির্বাচিত গ্রন্থের সন্ধান পাবার উপায়ের কথাতো ছেড়েই দেওয়া যায়।

গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদ সহ এদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের বিবরণের অভাব প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রতিদিন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হলে এ বিষয়ে একটা বড় অভাব পূরণ হবে—এটাই এখন আশার কথা। সরকারী পরিকল্পনায় এইভাবে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ গ্রন্থ প্রকাশের পর অতি দ্রুত এই পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রচারিত হবার ব্যবস্থা হবে—ইহাই আমরা আশা করি। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হলে বহু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থানুরাগী ব্যক্তির উপকার হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা গ্রন্থ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কখন কখন কিছু কিছু কাজ করেছেন বা করছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন স্থায়ী বা নিয়মিত ব্যবস্থা নেই।

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় কত মূল্যবান রচনা আত্মগোপন করে থাকে। সাময়িক পত্রের সূচী প্রণয়ন ও প্রকাশের কোন সন্তোষজনক স্থায়ী ব্যবস্থা হলে দেশের আর একটা বড় অভাব পূরণ হবে। সরকারী সাহায্য বা উদ্যোগ ব্যতীত দেশের বর্তমান অবস্থায় আর কারও পক্ষে এই কাজে হাত দিয়ে সফল হওয়া কঠিন। নিয়মিত সরকারী সাহায্য পেলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে হয়তো এ কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে এমন অনেক গ্রন্থাদি থাকা সম্ভব যা' তাঁদের নিজের বিশেষ কোন কাজে আসে না—অথচ কোন গ্রন্থাগারে তাদের প্রয়োজন থাকতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ঐ ধরণের গ্রন্থাদি বিতরণ করতে ইচ্ছুক হ'লে কোন গ্রন্থাগারে তার প্রয়োজন থাকতে পারে তা' নির্ধারণ করার জন্যে অথবা গ্রন্থগুলি উপযুক্ত স্থানে পৌঁছুবার জন্যে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন সে রকম কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ ন্যাশনাল বুক সেন্টার (British National Book Centre) অথবা ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ বুক এক্সচেঞ্জ করপোরেশন (United States Book Exchange Corporation) এর মত আমাদের দেশের উপযোগী কোন প্রতিষ্ঠান শীঘ্র গড়ে না উঠলে ও দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান গ্রন্থাগারগুলোর সুবিধার

জন্ত গ্রন্থাগার পরিষদের মত কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তা' এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা আলোচনা করে দেখতে পারেন।

পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশেও উল্লেখযোগ্য এবং বড় বড় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থাদির সম্মিলিত গ্রন্থসূচী (Union Catalogue) প্রণয়নের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা তা'ও ভেবে দেখার মত বিষয়। সম্ভব হ'লে অনেকেই উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগোপযোগী বাহিত ব্যবস্থার ফিরিস্তি দীর্ঘতর না ক'রে এবার অন্য বিষয়ে দু'একটা কথা ব'লতে চাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হ'য়েছে এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহ কিছুটা উদ্যোগী হ'য়েছেন একথা পূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে। বেসরকারী প্রচেষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্ঠা, উদ্যম এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে এই প্রচেষ্টার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তার অভাব এবং অর্থসংগতির দৈন্য পরিস্ফুট ছিল। সরকারী প্রচেষ্টায় এই অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা অনেক কম। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম এবং আন্তরিকতার নিশ্চয়তা সবসময়ে থাকা সম্ভব নয়। সরকারী নীতি কার্যকরী করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, গ্রন্থাগারের প্রতি মমত্ববোধ এবং ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল হ'তে বাধ্য। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার আর একটা সম্ভাব্য অসুবিধা আছে। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আইন সভার গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের উপর বর্তায়। সব সময়ে একই দলের আয়ত্তে এই কর্তৃত্ব থাকবে এমন কথা নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের হাতে রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা আসতে পারে। গ্রন্থাগার এমন একটা প্রতিষ্ঠান যার প্রসার ও পরিচালনের জন্য রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ একটা দীর্ঘস্থায়ী অব্যাহত নীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে শাসন ক্ষমতা বিভিন্ন দলের করায়ত্ত হ'লে এবং তার ফলে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সরকারী নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন হ'লে অথবা ক্ষমতায় আসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থাগার সমূহকে ব্যবহার ক'রলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমূহ অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বেসরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অথবা সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত উভয়বিধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভাল ও মন্দ দু' দিক আছে। উভয় ব্যবস্থার মন্দ দিকের সম্ভাবনাকে বর্জন ক'রে এবং ভাল দিকের সুবিধাকে গ্রহণ ক'রে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকারী এবং রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ

গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় প্রতিনিধিমূলক সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী সদস্য সমন্বিত কোন স্থায়ী সংস্থা গঠন করাই বোধ হয় বর্তমান অবস্থায় এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা স্থায়ী ও সুনিশ্চিতভাবে চালু রাখার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ ক'রে তার সাহায্যে ঐ অর্থ সংগ্রহ করার মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সরকারী তহবিল হ'তে ঐ বাবদ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের নিশ্চয়তা থাকা বিধেয়। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে বিশদভাবে আলাপ আলোচনার পর এ বিষয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য বহুদিনের বিচ্ছিন্ন বেসরকারী প্রচেষ্টা ও সাম্প্রতিক কালের রাজ্য-সরকারের উদ্যম ব্যতীত গত অন্যূন ত্রিশ বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ত্রুটি মানুষ বা মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের থাকা সব সময়েই সম্ভব। সে হিসেবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য-কলাপে হয়তো ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু নানা উত্থানপতনের মধ্যদিয়ে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে এবং দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য ক'রেও নিজের আত্মসম্মান ও স্বাধীন সত্তাকে জাগ্রত রেখে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ অসাধারণ ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে এই স্বেচ্ছামূলক ভাবে গঠিত পরিষদ যে পরিশ্রম ও কার্য ক'রে এসেছেন এস্থলে তার উল্লেখ না ক'রলে আমার কর্তব্যের হানি হ'বে বলে মনে করি। এই পরিষদের গঠনতান্ত্রিক কোন কোন ব্যবস্থা এর নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক ব'লে আমার বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধানমত নির্বাচিত কর্মীদল কার্যতঃ এক বৎসরের অনেক কম সময়ের জন্যে কর্মরত থাকতে পারেন। অধিকতর দীর্ঘকালের জন্য এক এক দল কর্মীকে একটানা কাজ করার সুযোগ না দিলে অল্প সময়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ কর্মীদল বদলের সম্ভাবনা কাজের অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলে আমার ধারণা। এক এক দল কর্মীর কার্যকাল সুনিশ্চিতভাবে দীর্ঘতর করা সম্ভব ও সংগত কিনা পরিষদের সভ্যেরা তা' ভেবে দেখতে পারেন।

বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে সচেষ্ট থাকবেন এটা পরিষদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত কাজ। বেসরকারী প্রচেষ্টায় এপর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির মূলে বাংলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের আগ্রহ এবং গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টা ব্যতীত সংবাদপত্র সমূহের সহযোগিতার দানও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশেও সংবাদপত্রসমূহ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার কল্পে

সকল প্রচেষ্টাকে এপর্যন্ত যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং অকৃপণ ভাবে সাহায্য ক'রে এসেছেন তার জন্য তাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকলের অশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে আমার সহকর্মী ও সহপন্থী বন্ধুদের অর্থাৎ যাঁরা বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকের কাজ গ্রহণ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে দু'এক কথা নিবেদন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ ক'রবো। বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি আমাদের দেশে এখন তার উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি। তবে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি যে একটা বিশেষ বৃত্তি সে বিষয়ে ক্রমে সর্বত্র একটা সচেতন মনোভাবের সৃষ্টি হ'চ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের কার্যকলাপের উপর এই বৃত্তির মর্যাদা বৃত্তির প্রসার বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। যে পরিবেশ ও যে সুযোগ সুবিধার মধ্যে কাজ করার অধিকার পেলে আপনারা, অর্থাৎ আমার গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা, আপনাদের কাজের মূল্য সম্বন্ধে অপরকে অধিকতর সহজে অবহিত ক'রতে পারেন সে পরিবেশ বা সুযোগ সুবিধা আপনাদের অনেকের নেই একথা আমি জানি। বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার যে নানা জটিল ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন সে সম্বন্ধে অবহিত বা সচেতন না থেকে অনেকে আপনাদের কাছ থেকে অযৌক্তিকভাবে এমন বহু বিষয়ের প্রত্যাশা করেন যা বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় আপনাদের পক্ষে মিটান সম্ভব নয়, একথা আমি জানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাদের পারিশ্রমিক অপ্রতুল ইহাও সত্য কথা। এরকম অবস্থায় অনেকের মনে এই বৃত্তি সম্বন্ধে বিরক্তি ও হতাশার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু আমি আপনাদের ব'লব পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে ধৈর্য না হারিয়ে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। সংঘবদ্ধভাবে আপনাদের বৃত্তির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ব'লবো গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হ'লে জনসেবার মনোবৃত্তি না নিয়ে মাত্র অর্থকরী বৃত্তি হিসেবে এবৃত্তি গ্রহণ করলে জীবনে ব্যর্থতা ও পরাজয়কে অবশ্যই বরণ ক'রতে হবে। বর্তমান জগতে অর্থোপার্জনের বিষয়ে নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়। অপ্রতুল আয়ের কথা চিন্তা ক'রে সংঘবদ্ধভাবে অর্থাগম বৃদ্ধির চেষ্টা অথবা বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে আদৌ অন্যায় নয়। বরং বর্তমানে সেই পথই প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হ'লে জনসেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রতে হবে এবং মনকে সেজন্য সম্ভবপর সকল অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত ক'রতে ও রা'খতে হবে। 'মেঘ বরিষায় নিজেরা নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার',— বর্ষার মেঘের এই আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ ক'রতে হবে গ্রন্থাগারিককে, তবেই তার গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি গ্রহণ করা সার্থক হবে। এই সেবা ধর্মের আদর্শ পুরোভাগে রেখে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন—আপনাদের সাফল্যলাভের পথ সহজ হবে।

সম্মেলনে বিভিন্ন দলের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচনার নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। "পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক এই প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বৈশাখ (১৩৮৩) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া দুই দিবসব্যাপী আলোচনা করেন। বিভিন্ন দলের সুপারিশের একটি একত্রিত সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধের প্রথম বক্তব্য ছিল :—"**কোন্ ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের কাম্য? আমাদের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সেই লক্ষ্য হইতে কত দূরে এবং কেন? সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ কি?**"

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন :

(ক) যাহা স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন—সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর লোকই ব্যবহার করিতে সক্ষম ;

(খ) যাহার মাধ্যমে নিজের সুবিধামত, নিজের সাধ্যমত এবং নিজের রুচিমত নিজেকে গড়িয়া তোলার সুযোগ দেশের প্রতিটি মানুষের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত ;

(গ) জাতীয় ধনভাণ্ডার (Public Funds) হইতে যাহার ব্যয় নির্বাহিত হয়।

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে। দেশের সাক্ষর লোকের সংখ্যা ২৪·৫ শতাংশ মাত্র ; এবং এই অল্প জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট সাক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার কোনও ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। অধিকন্তু চাঁদা দেওয়া বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন থাকায় গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহার আরও সীমিত। অল্প শিক্ষিত ও সদ্যঃসাক্ষরদের পড়িবার উপযোগী গ্রন্থের একান্ত অভাব রহিয়াছে ; গ্রন্থাগারে এই শ্রেণীর পাঠকদের জন্য বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। দেশের জনসাধারণের যে বিরাট অংশ নিরক্ষর তাঁহাদের নিকট বর্তমান গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা নিতান্তই মূল্যহীন।

শিশু এবং মহিলা পাঠক প্রায়শঃই অবহেলিত : গ্রন্থাগার তাহাদের মনে কোনই আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে না।

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী :—

(ক) দেশব্যাপী বিরাট নিরক্ষরতা

(খ) গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অস্বচ্ছলতা

(গ) অসংগঠন এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব।

(ক) নিরক্ষরতার বাধা দূরীকরণের জন্য : বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে। গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণের মূল দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে স্থায়ী ফললাভ কখনই সম্ভব হইবে না।

নিরক্ষরতার প্রাথমিক বাধাকে দূরীভূত করার জন্য গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ কেন্দ্রিকতার রূপ প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করিতে হইবে। পুস্তক লেন-দেন ছাড়াও সকল প্রকার শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক কর্মের কেন্দ্ররূপে গ্রন্থাগারগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সদ্যঃসাক্ষর এবং নিরক্ষরদের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থা যথা স্থানীয় লোক-গাথা, লোক-নৃত্য, যাত্রাগান, কথকতা ইত্যাদিকে যুগোপযোগী ছাঁচে ঢালিয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই সকল আনন্দদায়ক অথচ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজে সম্ভব হইবে।

সদ্যঃসাক্ষরগণ তাঁহাদের নব-লব্ধ অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাহাতে পুনরায় নিরক্ষর পর্যায়ে নামিয়া না যান তাহার জন্য একদিকে যেমন প্রাচীর-পত্র, হাতেলেখা পত্রিকা প্রভৃতি বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থার আয়োজন রাখিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই তাঁহাদের উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। বর্তমানে যে-জাতীয় পুস্তক ও ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ত্রুটী দূরীকরণের ব্যবস্থা হইতেছে তাহা কেবলমাত্র অপ্রতুলই নয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসঙ্গতও ঘটে। এই কাজে অভিজ্ঞ কর্মী ও সংস্থার পরামর্শ এবং গ্রন্থকার, গ্রন্থাগারিক, প্রকাশক ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

(খ) আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণের জন্য :—

চাঁদা নেওয়া এবং বইয়ের দাম জমা রাখার পদ্ধতি অপসারিত করিতে না পারিলে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা কষ্টকর। গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দায়িত্ব সরকার এবং স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাপে যাপে প্রবর্তন করিবার সময় চাঁদায়-চলা গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যাহাতে নূতন ব্যবস্থার সংঘাত সৃষ্টি না হয় সরকারকে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দায়িত্ব পূর্ণভাবে গ্রহণের নিমিত্ত জাতীয়, প্রাদেশিক, স্থানীয় অথবা ঐগুলির সমবায়ে গঠিত "গ্রন্থাগার তহবিল" সৃষ্টি ব্যতীত স্থায়ীভাবে সার্বজনীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন সম্ভব নহে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকারের বর্তমান অর্থ-বণ্টন ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটীর উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে গ্রন্থাগারে আর্থিক সাহায্য বণ্টন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(গ) অসংগঠনকে দূরীভূত করার জন্য :—

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—গ্রন্থাগারগুলির অবৈজ্ঞানিক পরিচালন-ব্যবস্থা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব সামগ্রিক গ্রন্থাগার উন্নয়নকে ব্যাহত করিতেছে। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পাঠকের দাবীকে তৃপ্ত করিতে হইলে, তাঁহার গ্রন্থাগার ব্যবহারের উৎসাহকে বাড়াইয়া তুলিতে হইলে, পুস্তক ক্রয় ও আনুসঙ্গিক খরচের অপব্যয়কে রোধ করিতে হইলে একদিকে গ্রন্থাগারগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলা যেমন একান্ত প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনই প্রয়োজন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক সুদৃঢ় সমবায় ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-নির্দ্দেশিত পন্থায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে পল্লী-গ্রন্থাগার গুলিকে সংগঠিত করিয়া প্রতিটি আঞ্চলিক সংস্থা হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া প্রতিনিধিকে অবিলম্বে সরকারী ব্যয়ে গ্রন্থাগার-পরিচালন বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রবর্তিত শিক্ষা-শিবির যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য উক্ত পরিষদকে প্রয়োজনীয়

অর্থ সাহায্য অবিলম্বে মঞ্জুর করা সরকারের কর্তব্য। যে সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গ্রন্থাগারকে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে সংগঠিত করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এতদুদ্দেশ্য কার্যকরী করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকার প্রবর্তিত জেলা গ্রন্থাগার সংগঠন সমিতির ত্রুটিপূর্ণ গঠনপদ্ধতির সমালোচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে—এই সকল সংস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত না হইলে, এবং গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে কোনও গ্রন্থাগার পরিকল্পনাই সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—সরকারের যাবতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এবং বিশেষজ্ঞগণকে জানাইতে হইবে। তাঁহাদের অভিমত বিচার-বিবেচনা করিবার পর ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

মূল প্রবন্ধের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল : **"গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার এই বিরাট পরিবর্তন সাধনের জন্য কি ধরণের কর্মীর প্রয়োজন? প্রয়োজনানুযায়ী কর্মীদল সৃষ্টির দ্রুততম পথ কি?**

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে :

(ক) আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী নাই। কিন্তু গ্রন্থাগারিক বৃত্তি অবলম্বনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি না হইলে উচ্চতর মানের শিক্ষা লাভের জন্য প্রকৃত যোগ্য লোককে আকৃষ্ট করার সম্ভাবনা কম। অতএব সরকারী-দপ্তর, স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পক্ষ হইতে তাহাদের নিজেদের স্বার্থে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগদ্বারা উন্নততর গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বর্তমানে প্রচলিত ডিপ্লোমা কোর্স ব্যতীত ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা এবং স্নাতকোত্তর গবেষণার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক বর্তমানে পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও মাঝে মাঝে রিফ্রেশার কোর্স, সেমিনার, বক্তৃতামালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(ঘ) গ্রন্থাগারিক শিক্ষাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে এবং অন্যান্য ছোট ছোট গ্রন্থাগার পরিচালনে উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে স্বল্পকালীন শিবির শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োপযোগী। বিভিন্ন জেলা সংস্থার নিজেদের স্বার্থে পরিষদের এই কর্মসূচীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করা আবশ্যক।

(চ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনা যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য সরকারের পক্ষ হইতে পরিষদকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য এবং সহযোগিতা দান একান্ত প্রয়োজন।

(ছ) দেখা গিয়াছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালিত করিবার জন্য যে সমস্ত উপকরণাদি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয় প্রারম্ভিক অর্থের অভাবে অনেক গ্রন্থাগারের পক্ষে সেগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকযুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে এই উদ্দেশ্যে এককালীন অর্থ সাহায্য করিলে গ্রন্থাগারগুলির সংগঠনে সার্থক সহায়তা করা হইবে; এবং এককালীন এই অর্থ ব্যয় ভবিষ্যতের অসংগঠনজনিত বহু অপব্যয়কে রোধ করিবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে উপযুক্ত ধরণের সুলভ উপকরণের মাপ নির্ধারিত করিয়া তাহা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।

মূল প্রবন্ধের তৃতীয় বক্তব্য ছিল : **গ্রন্থাগার উন্নয়নের সমগ্র প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে স্থিরভাবে লক্ষ্যাভিমুখী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন কাহারা? কি ভাবে কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হইবে?"**

বিভিন্ন দলের সুপারিশে এই অভিমত ব্যক্ত হয় যে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রতিক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারকর্মী, সমাজ-সেবাকর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবিলম্বে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা (Autonomous State Library Authority) গঠিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং জেলা-গ্রন্থাগার পরিষদগুলির প্রতিনিধি, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ এবং সরকারের প্রতিনিধি লইয়া এই কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হইবে। রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যাবতীয় নীতি-নির্ধারণ এবং কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন সম্পূর্ণরূপে এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

জেলা-গ্রন্থাগার সংগঠনে, এমন কি মহকুমা ও থানা গ্রন্থাগার সংগঠনেও পরিচালক সমিতি এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেক সমিতিতে বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদ-মনোনীত গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় শিক্ষাবিদ্, সমাজ-সেবাকর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব থাকে। সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক এই সকল পরিচালক সমিতিই কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশানুযায়ী নিজ নিজ এলাকার যাবতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবেন।

এই পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইলে অবিলম্বে একটি নিয়মাবলীর খসড়া রচিত হওয়া আবশ্যক। এই নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমোদন সংগ্রহের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সর্বপ্রকার সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সুসমন্বিত করার জন্য, স্থায়ী 'গ্রন্থাগার তহবিল' সৃষ্টির জন্য এবং সমপ্রভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য জনমতের কষ্টি পাথরে বিচার করা গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

জনসাধারণ, গ্রন্থাগারকর্মী ও আইনসভার সদস্যদের সহিত আলোচনা করিয়া যথাযোগ্য গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রহণ করিতে হইবে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন-সমিতি গঠন সম্পর্কে বিশেষ ধরণের সরকারী নির্দেশের সমালোচনা করেন। তাঁহারা দাবী করেন যে—এই বিশেষ ধরণের পরিচালন-সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সরকার কেন উপলব্ধি করিলেন তাহা জনসাধারণের প্রকাশ করার নৈতিক দায়িত্ব সরকারের অবশ্যই রহিয়াছে।

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভিমত এই যে আমরা চাই এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ সেখানে জাতি-ধর্ম-বয়স নির্বিশেষে অবাধ।

(খ) জাতীয় ধনভাণ্ডার (Public Funds) হইতে সাহায্য ব্যয় নির্ধারিত হয়।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে। আমাদের দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ২৬'৫ শতাংশ এবং এই অল্প জনসংখ্যার এক বৃহত্তম অংশমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট সাক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগারে

আকৃষ্ট করার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে. অল্পশিক্ষিত ও সদ্যসাক্ষরদের পড়বার উপযোগী গ্রন্থের একান্ত অভাব আছে এবং গ্রন্থাগারে এঁদের জন্ত বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নাই, নিরক্ষরদের নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও নাই। চাঁদা দেওয়া বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন থাকায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার আরো সীমিত, শিশু পাঠক প্রায়শঃই অবহেলিত। আমাদের গ্রন্থাগার সংগঠনও ত্রুটিপূর্ণ।

এই অবস্থার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী :

(১) দেশব্যাপী বিরাট নিরক্ষরতা

(২) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনার অভাব

(৩) সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে যোগাযোগের এবং সমন্বয়ের অভাব

উপরিউক্ত আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্ত চাই :

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান আরও ব্যাপক করা ও সদ্যসাক্ষর ও অল্পশিক্ষিতের উপযোগী গ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করা ও বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থার (প্রাচীরপত্র, হাতে লেখা পত্রিকা প্রভৃতি) বন্দোবস্ত করা। গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনাধীনে শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

(২) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(৩) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় সরকারী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দেশের বর্তমান অবস্থায় ও এই অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থার মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে লইয়া যাইতে হইলে দুই ধরণের কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আছে। সহরের শিক্ষিত লোকপ্রধান অঞ্চলে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে উচ্চ মানের কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু অন্তত্রে বর্তমানে কুশলী বিভাগীয় অল্পাধিক পারদর্শী সমাজকর্মীর প্রয়োজনই সর্বাধিক।

সম্মেলনের অভিমত এই যে—

বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক শিক্ষা কেন্দ্রের যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার

ব্যাপকতর প্রসার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারের সাহায্য প্রয়োজন।

সম্মেলন আরও মনে করে যে—

গ্রন্থাগারিকের পদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যথারীতি শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশলী কর্মী নিয়োগ একান্ত আবশ্যক।

এই সম্মেলন মনে করে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য প্রতিক্ষেত্রেই সমাজসেবী, গ্রন্থাগারকর্মী, কুশলী গ্রন্থাগারিক, শিক্ষাবিদ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলন মনে করে যে রাজ্যগ্রন্থাগার সংগঠনে এবং প্রয়োজনমত থানা মহকুমা ও থানা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনেও পরিচালক সমিতি এমনভাবে গঠিত হওয়া প্রয়োজন যে উপরিউক্ত কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকে।

এই সম্মেলনের অভিমত এই যে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিল প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে সম্মেলনের বিভিন্ন দলে আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবেচনান্তে সম্ভবমত যথোপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করুন।

সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব

১। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠন করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করুন।

২। This Conference recommends the immediate undertaking of a Public Library Pilot Project by the State Govt. and the Calcutta Corporation jointly.

সম্মেলনে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে যে সকল শুভেচ্ছাবাণী পাওয়া যায়, সেগুলির কয়েকটির অংশ বিশেষ নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

বিদেশ হইতে প্রাপ্ত :

Dr S. R. Ranganathan, Zurich.

.....All the best wishes for your success go to you along with this message.

Secretary, the Library Association, England

.....We have noted with interest the progress made by Libraries in Bengal and there is no doubt that the conference of your Association have greatly contributed to this progress. Please accept our hearty good wishes for a successful Conference at Midnapore.

Director, Lenin Library, Moscow

On behalf of the Directorship and Library workers of the State Lenin Library of the USSR I ask you to express our compliments and hearty greetings to the participants of the Tenth Bengal Library Conference and to wish them good luck in their work for the benefit of the Indian peoples.

President, American Library Association

.... The officers and staff of the American Library Association send warmest congratulation to the Bengal Library Association upon the occasion of their Tenth Conference. I am sure this Conference will do much to advance the cause of libraries in Bengal and we wish you every success in your efforts.

The Librarian of Congress, Washington, D. C.

.....My colleagues and I at the Library of Congress in the United States send you our very best wishes for the success of the Tenth Bengal Library Conference. We, together with librarians throughout the world, will be watching with keen interest the development and extension of library service in your state because we appreciate the influence of such development in any one area or other areas throughout the world. Our mutual faith in the importance of libraries draws us closer together and increases the bond of understanding between our two countries. May we always work together in this challenging cause.

Executive Secretary, Special Libraries Association, England

We are happy to greet you upon the occasion of the Tenth Bengal Library Conference. It is a source of great satisfaction to the Special Libraries Association that the Bengal Library Association has shown such remarkable growth in recent years. We trust that the interest in the Library movement in Bengal will continue to grow, and that your conference will be a source of inspiration to librarians throughout the area.

Executive Secretary, Canadian Library Association

The officers and members of the Canadian Library Association take pleasure in congratulating the Bengal Library Association on the holding of its Tenth Annual Conference ..... Your conference will be in our thoughts on the 13th and 14th of April and we hope that your meetings will be most successful and that your plans for the future will be fulfilled.

Secretary, Library Association of Australia

Your letter .... reached me ..... unfortunately late. Further may I say that we wish you and your Association well in every way and I trust that your conference was the success which I have no doubt it deserved to be.

স্বদেশ হইতে প্রাপ্ত :

Dr. S. Radhakrishnan, Vice-President of India

.... I am glad to know that the Tenth Bengal Library Conference will be held on the 13th and 14th instant. I send my best wishes for its success.

Shri Hemendra Prosad Ghose

.....As a boy I read "the great and good do not die ..... in books their spirit walks ...." As an old man I feel this Libraries our brain-centres.

I wish the Conference success and the Bengal Library Association a glorious career.

J. C. Ghosh, Planning Commission, New Delhi

....I have no doubt that the Conference will be success. Please accept my best wishes for the success of the Conference and a long career of fruitful service to the nation for the Bengal Library Association.

President, Andhradesa Library Association

....I desire to convey my best wishes for the Conference and its success.....

Dr. D. M. Sen, Secretary, Education Dept., Govt. of W. Bengal

As we are about to start our Second Five-Year Plan of Education in this state, special significance would be attached to the deliberations of this particular session of the Bengal Library Association at Contai. The expanding educational service of this state will have to be adequately supported by a comprehensive Library System, and I do hope that the deliberations of this Conference would be able to rouse sustained public interest in the promotion of the Library Service in this country. Much good work has already been done by Voluntary Organisations in the field I am glad to be able to send my very best wishes for the success of the deliberations of the Tenth Meeting of the Bengal Library Conference.

Secretary, Madras Library Association

..... I have a great pleasure in conveying to you the good wishes of our Association on the occasion of the Tenth Bengal Library Conference. The Bengal Library Association has had a good record of activities in the field of Library Science and has done much to improve the growth of libraries.

We wish your conference all success and may your Association have many more years of useful service.

Shri Saila Kumar Mukherjee, Speaker West Bengal Legislative Assembly

.....I wish the Tenth Bengal Library Conference all success in their endeavour.

Shri Tushar Kanti Ghosh

.....These two days are auspicious for us Bengalees and I am sure that the Conference will achieve the success it deserves. All my best wishes to the sponsors of the Conference.

Shri Chapalakanta Bhattacharyya, Editor, Ananda Bazar Patrika.

.....I pray for the success of the Conference.

Shri Satish Chandra Ghosh, Mayor of Calcutta.

.....I wish the Library Conference to be held on the 13th and 14th April all success.....

Dr. Parimal Roy, Director of Public Instructions, West Bengal.

It has been my great pleasure in the past to have been acquainted with the aims and activities of the Bengal Library Association. The Association have been doing a lot of pioneering work in the field of Library development in the state..... I fervently hope and trust that the deliberations of the Conference..... will provide solution to the various library problems and give the planners and organisers of libraries a correct lead and direction. I send my best greetings to members of this Conference and wish them all success.

Librarian, People's Library, Bombay

....Wishing the function every success.

Shri D.R. Kalia, Director, Delhi Public Library.

.... I am delighted to know that the Tenth Bengal Library Conference will be held on 13th and 14th April, 1956 at Contai Club, Contai, Midnapore, under the auspices of the Bengal Library Association. I feel greatly honoured in sending to you my best compliments and good wishes to the organisers of the Conference and wish the Conference a great success .....

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, যুগান্তর

আগামী ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল কাঁথিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠান হইবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুসংবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ইদানিং পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়াছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ ও কাঁথিবাসীদিগকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি।

সম্মেলনী কথা

শক্তিপদ পণ্ডা, গ্রন্থাগারিক, কাঁথি ক্লাব

এই বৎসর কাঁথি ক্লাবের আমন্ত্রণক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সংসদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশন কাঁথিতে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় উৎসাহী কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণ কাঁথি ক্লাব ভবনের দ্বিতলে বিষয়োপযোগী একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৩ই এপ্রিল প্রাতঃকালীন অধিবেশন পরিসমাপ্তির পর জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন প্রদর্শনীটী উদ্বোধন করেন। পঃ বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রদর্শনীতে কাঁথি সহরের, মহকুমা ও জেলার, বিভিন্ন অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে হস্তলিখিত পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা, চিত্রে কাঁথি ও কাঁথির ঐতিহ্য, প্রাচীন পত্রে লিপির ক্রমবিকাশ ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বহু

তথা ও বাণী, আধুনিক ও অধুনালুপ্ত প্রায় ৫০।৬০টী মাসিক পত্রিকা, ২৫০।৩০০ বৎসরের পুরাতন পুঁথি, স্থানীয় ও জেলার বিভিন্নাঞ্চল হইতে প্রকাশিত বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা, স্থানীয় লেখকদের প্রণীত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি, মেদিনীপুর জেলার বহু লেখকের গ্রন্থাদি, কাঁথি ও মেদিনীপুরের বিভিন্নাঞ্চলের মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সংস্কৃতির প্রচারকদের জীবনী ও চিত্র, এবং গ্রন্থাগার পরিচালন ও রক্ষণ বিষয়ক চিত্র প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়।

প্রদর্শনীতে মির্জাপুর সৎসাহিত্য সংঘ, কাঁথি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, বান্ধব সম্মিলনী, বালিঘাই, সব পেয়েছির আসর খানগা, এগরা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, বাপুয়াড়ী আদর্শ বিদ্যাপীঠ, রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর, কলিকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী বৃটিশ কাউন্সিল : বম্বাই (৺যোগেশচন্দ্র বসুর পাঠাগার) শ্রীরামনাথ শর্মা, শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করেন। স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রদর্শনীটি বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে :

সম্মেলনের প্রথমদিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় চলচ্চিত্র সাহায্যে মুদ্রণের ক্রমবিকাশ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পক্ষবাহিকী পরিকল্পনা সম্পর্কিত কয়েকটি চিত্র প্রদর্শন করেন। অপরাহ্নে ভারতীয় লোকসভার সদস্য শ্রীবসন্ত কুমার দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও এদেশে তাহার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকজন ভাষণ দান করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে প্রতিনিধিগণ দীঘাভ্রমণে যান। এবং অপরাহ্নে সমাপ্তি অধিবেশনের পর স্থানীয় শিল্পীবৃন্দের দ্বারা একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। ঐ দিন পুণ্য নববর্ষ দিবস হওয়ায় নববর্ষ সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় একটী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তাছাড়া শ্রী বি, এস, কেশবনও এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দান করেন। কাঁথিতে অনুষ্ঠিত দুইদিনব্যাপী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

অভ্যর্থনা সমিতি ৫২৮৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া এবং প্রতিনিধি ফি বাবদ ১১৮৲ টাকা লইয়া সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহ করেন। এই অনুষ্ঠানে যে সকল শুভানুধ্যায়ী আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা অভ্যর্থনা সমিতিকে সহযোগিতা করেন তাঁহাদের সমিতির পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

কলিকাতায় একাদশ অধিবেশন

গত ৭ই এপ্রিল হইতে চারিদিনব্যাপী নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন কলিকাতায় হিন্দি হাই স্কুল ভবনে বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে তিন শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

সমাগত প্রতিনিধিগণ ও আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের স্বাগত জানাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত বলেন যে আজকের দিনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিগণের জন্যেই—একথা মনে করা ভুল, দেশের প্রতিটি নরনারীর গ্রন্থাগার ব্যবহারে মূলগত অধিকার আছে। বর্তমানে এদেশে শিক্ষালয়ের সংখ্যাল্পতাহেতু অগণিত জনের দ্রুত সুশিক্ষিত হইবার অবাধ ক্ষেত্র সুসংগঠিত গ্রন্থাগার।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া উদ্বোধন ভাষণে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে গ্রন্থানুরাগ অপেক্ষা মানুষের প্রতি অনুরাগেই আদর্শ গ্রন্থাগারিকের সৃষ্টি সম্ভব। বিদ্যালয়ে ছোটদের ভালবাসা, কলেজে ছাত্রদের শ্রদ্ধ অনুরাগ এবং গবেষণা মন্দিরে গবেষণানিরতদের সৌহার্দ্য অর্জনে গ্রন্থাগারিককে সচেতন হইতে হইবে।

সম্মেলনের মূল সভাপতি জনাব এস, বলিরুদ্দিন তাঁহার ভাষণে নিঃশুল্ক সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে প্রতীচ্যে শিল্প বিপ্লব-কালে সর্বসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছিল যে শিল্পোন্নত সুস্থ ও গণতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত বনিয়াদ সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, যাহার একটি প্রধান অঙ্গ গ্রন্থাগার। সেজন্য বিনামূল্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অবাধ সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকা একান্তই প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত সমাজের দ্রুত বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার তাগিদেও গ্রন্থপাঠের সবিশেষ আবশ্যকতা আছে। পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে সেজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এই মূলভূমিকায় গড়িয়া না উঠায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা অবলুপ্ত।

বিশেষজ্ঞ হিসাবে সরকারের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সরকারকে গ্রন্থাগারিকগণের প্রস্তাবিত করা উচিত। এদেশের সমস্যা ও প্রয়োজনানুযায়ী এখানকার গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য জনাব রফিকুদ্দিন একটি কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন যে প্রান্তবয়স্কদের অধ্যয়নে অনভ্যাস শৈশবকালে পঠনপাঠনের অব্যবস্থার ফলেই পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ে কুশলী গ্রন্থাগারিক থাকিলে ছাত্রদের অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা ছাড়াও কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এদেশের বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের দুরবস্থার উল্লেখ করেন জনাব রফিকুদ্দিন। গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা ও অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট হইতে উপদেশ দেন।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বর্তমান সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

প্রদর্শনীতে বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, পুস্তক ও লোকশিল্পের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। আটটি ভাগে বিভক্ত প্রদর্শনীটিতে ভারতীয় লিপি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রাচীন মুদ্রণ পদ্ধতির পরিচয়, শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থের নমুনা, বর্তমান ভারতীয় মুদ্রণ পদ্ধতি প্রভৃতির প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেন শ্রীবি, এস, কেশবন। প্রদর্শনী উদ্বোধনের পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে প্রতিনিধিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়ন, ভারতীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিবর্তন ও ভারতে গ্রন্থপঞ্জিক সংগঠন বিষয়ক তিনটি সেমিনারে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হয়।

ঐদিন অপরাহ্নে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। পৌরোহিত্য করেন ডক্টর কালিদাস নাগ ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর ডি, এম, সেন।

তৃতীয় দিনে বিদ্যালয় ও শিশু গ্রন্থাগার এবং ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণ সম্পর্কে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সায়াহ্নে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে রাজভবনে প্রতিনিধিগণকে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে চায়ানে আপ্যায়িত করা হয়। পরে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে প্রতিনিধিগণকে এসেম্বলি ভবনে এক সম্বর্ধনা জানানো হয়। রাত্রিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী পরিষদ 'টিপু সুলতান' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন।

চতুর্থ ও শেষ দিন ১০ই এপ্রিল প্রাতঃকালে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবি. এস. কেশবন ও শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারের সম্মেলন

ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের পরিসমাপ্তির পর হিন্দি হাই স্কুল ভবনে মঙ্গলবার ১০ই এপ্রিল অপরাহ্নে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারের দুইদিনব্যাপী প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর ডি. এম. বসু তাঁহার ভাষণে বলেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে তথ্য ও তত্ত্বের সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত পরিবেশন ব্যবস্থার অপরিহার্য প্রয়োজনে বিশেষ গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে স্থান হইতে গবেষকগণ হালনাগাদ খবরাদি আহরণ করিতে পারিবেন—ফলে শ্রম ও অর্থের অপচয় হইবে না। অপর্যাপ্ত, অসম্পূর্ণ ও পুরাতন তথ্যাদি প্রস্তুত গবেষণা সময় ও শ্রমের অপূরণীয় ক্ষতি ও অনগ্রসরের প্রধান কারণ। এই কাজকে দ্রুত ও সুসম্পন্ন করিবার জন্য চাই কেন্দ্রীভূত সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাহার উদ্যোগে প্রণয়িত হইবে Union Catalogue, Bibilography প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ ও Microfilmএর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের গবেষণাদির ফলাফল গবেষকদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বিশেষ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্যাদি সরবরাহ ও বিনিময়ের উপর দেশের কল্যাণ ও উন্নতি যথেষ্ট নির্ভরশীল।

Mechanisation in Library Service এবং Documentation Problems in India বিষয়ে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলন পরিসমাপ্তির পর IASLIC এর সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বৎসরের জন্য ডক্টর ডি. এম বসু ও শ্রীজীবানন্দ সাহা যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। সমাপ্তি অধিবেশনে পরিষদের সাম্প্রতিক শিক্ষনে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের ডক্টর বসু সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নানাবিধ কাজ বিবরণী প্রকাশের আমরা ব্যবস্থা রাখিব। বিবরণী সুস্পষ্টরূপে লিখিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়—সম্পাদক]

বনমালী বিদ্যিম পাবলিক লাইব্রেরী ॥ সিঁথি।

আমাদের মত অকাল মৃত্যুর দেশে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রজত জয়ন্তী পালনের সুযোগ ও সৌভাগ্য যেমনি আনন্দের তেমনি গৌরবের। সর্বজনের প্রকৃত সেবা ও উপকারের বিনিময়েই এই গ্রন্থাগারটি সকলের সাহায্য ও শুভেচ্ছা প্রসূত দীর্ঘায়ু লাভ করেছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী হতে চারিদিনব্যাপী নানা চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগারটির রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনে দেশের বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গ্রন্থাগারিক ও সমাজসেবী অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানতীর্থ গ্রন্থাগার ॥ ২২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৯।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী জ্ঞানতীর্থ গ্রন্থাগারের ২য় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ডাঃ সমর দত্ত কিশোর বিভাগের খেলাধূলা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীচিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ আমকর ॥ বর্ধমান।

গত ৮ই জানুয়ারী লাইব্রেরীর দশম বার্ষিক সভায় সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল কার্য বিবরণী উপস্থাপিত করেন। অর্থাভাবে গ্রন্থাগারটির সুষ্ঠু পরিচালনে নানাবিধ বাধা ও অসুবিধার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে একনিষ্ঠ উৎসাহী কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারটি স্থানীয় জনসাধারণকে নানাভাবে সেবা করে আসছে। পাঠকদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ও মান উন্নত করবার সর্ববিধ প্রচেষ্টা চলছে। নৈশ বিদ্যালয়, নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও 'পল্লী সেবক' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশনা গ্রন্থাগারটির সম্প্রসারণ কার্যাবলীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শহীদ পাঠাগার ॥ চৈতন্যপুর ॥ গড়বাসুদেবপুর ॥ মেদিনীপুর।

তমলুক মহকুমা ও সুতাহাটা থানার অন্তর্গত চৈতন্যপুর গ্রামে এই গ্রন্থাগারটি দশম বর্ষে পদার্পন করেছে। গ্রামবাসীদের নানাপ্রকারে জ্ঞান, শিক্ষা ও আনন্দ আহরণের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিক্ষিতদের গ্রন্থ যোগান্ দেওয়া ছাড়াও কৃষির শিল্প ও উন্নত ধরণের কৃষিকার্যে উপদেশ ও উৎসাহ দান বয়ঃশিক্ষাকেন্দ্র পরিচালন, মনীষীদের জন্মদিবস পালন, সর্বোদয় দিবস, সূত্রযজ্ঞ ও নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠান পাঠাগারের নিয়মিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

সম্পাদকীয়

গত ৩১শে চৈত্র এবং ১লা বৈশাখ কাঁথি ক্লাবের আতিথ্যে কাঁথিতে দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সম্মেলনের আলোচনাকে যতদূর সম্ভব বিষয়-বিচ্যুতি-বিহীন করবার জন্ত এবারে আলোচনার বিষয়বস্তুর খসড়া গত বৈশাখ মাসের 'গ্রন্থাগারে' একটি প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হয়। 'গ্রন্থাগারের' এই সংখ্যাটি সম্মেলনের পূর্বেই আমাদের সভ্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় এবং অপরদের কাছে বিক্রয়ের জন্ত সম্মেলনস্থলে বা পরিষদ অফিসে এই সংখ্যাটির কপি মজুত রাখা হয়।

বিষয়বস্তুটিকে এইভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্ত এবং আলোচনার ধারাকে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দলের বিশদ বিবেচনা ও সুপারিশের মধ্যে নিয়ে আনার পদ্ধতিতে বিষয়ের আলোচনায় সাধারণ সদস্যের যোগদান অনেক ব্যাপক ও গভীর হয়েছে বলে মনে করবার কারণ ঘটেছে। অবশ্ত এই ধরণের ছোট ছোট দলের সক্রিয় চিন্তার ভিত্তিতে সমস্ত সম্মেলনের মতামত গড়ে তোলার পদ্ধতি আমাদের তরফ হতে এই প্রথম গ্রহণ করা হোল। কাজেই কিছু ত্রুটি হয়তো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। আমাদের চোখেও কিছু ত্রুটি পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে ভবিষ্যতের সম্মেলনে এই ধরণের ত্রুটি যাতে না ঘটে তা আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবো।

সম্মেলনের এই আনুষ্ঠানিক ত্রুটি ছাড়া তার উদ্দেশ্তকে সফল করার ব্যবস্থায় অন্ত কোন ত্রুটি ছিল না বলেই আমাদের বোধ হয়েছে। সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য সমবেত সমস্ত প্রতিনিধিদের যৌথ কর্তব্যের মত। সে কর্তব্য আমরা যতটুকু সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছি তার জন্ত আমরা আনন্দিত বোধ করতে পারি। যদি কোনও অসম্পূর্ণতা কোথাও থেকে থাকে তবে আগামীবারে তাকে গড়তে না দেওয়ার অঙ্গীকার করাও আমাদের বর্তমানে কর্তব্য।

সম্মেলনের আগে পর্যন্ত পরিষদ অফিসে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের যে সব মতামত এসে পৌঁছায় তাদের সমস্তমত একত্রিত করেই এবারের আলোচনার খসড়াটি রচিত হয়। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যাঁরা সক্রিয় ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁদের চিন্তা যে আন্দোলনের স্বরূপকে আরো স্পষ্ট করে

জেনে নিতে চাইছে, তার গতিপথকে আরো সুনির্দিষ্ট করে দিতে চাইছে, এবারের বিষয় নির্বাচনে আর তার আলোচনায় অনেক ইঙ্গিত ছড়ানো আছে। অস্পষ্ট শুভেচ্ছাজ্ঞাপন থেকে আজ তাঁরা তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমানকে উপলব্ধি করতে চান, ভবিষ্যতকে নির্দেশিত করতে চান। অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য তাঁদের সুপারিশের একত্রিত বক্তব্যে যত ত্রুটিই থাকুক না কেন এটিই লক্ষ্যনীয় যে তাঁরা শুধু মাত্র চাহিদা জানানো থেকে সরে এসে আজ নির্দেশ দিয়েছেন সমগ্র রাজ্যের উপযোগী এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খসড়া রচনা করবার। এ নির্দেশ সার্থক ভাবে প্রতিপালিত হলে এ ঘটনাকে অন্যতম ঐতিহাসিক সংকেত বলে মানবার কারণ আছে।

দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁরা যে আজ সমস্যা সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে সচেতন মাত্র নন, সমস্যাকে বিশদভাবে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টায়—সে কথা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এ বিবর্তনে আন্দোলনের বহু কালের অবশ গ্রন্থিগুলোর মুক্ত হয়ে ওঠার ইঙ্গিত আছে। আন্দোলনের বিবর্তনকে সার্থকতার দিকে পরিচালিত করার দায়ীত্ব সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষের। কারণ শিক্ষ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ব্যাপকতম ভাবে সকলের মনকে স্পর্শ করতে না পারলে যে কোনও সমাজের পক্ষেই তার সার্থকতম রূপে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির এই পূর্ণতম বিকাশ কেবলমাত্র শিক্ষায়তনের বাঁধা রুটিনের সাহায্যে যে কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না এ কথাও অনস্বীকার্য। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষায়তনের এক অর্থে পরিপূরক এই গ্রন্থাগারগুলিই যে সার্থকভাবে বিকশিত হলে সমাজের মানুষকে তথা মানব সমাজকে সেই পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তাই দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সমস্যাসচেতন ব্যক্তিদের সম্মিলিত চিন্তার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে তা সকলের কাছে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অনুরোধ জানাব যে আপনাদের সকলের কর্মধারায় সেই সিদ্ধান্ত সক্রিয় স্বীকৃতি লাভ করুক। সেই সিদ্ধান্তকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং পরিষদের কর্মধারায় তাকে কার্যকরী করে তোলার দায়ীত্ব আপনারা সকলে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করুন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সম্ভারোহ

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
রশ্মিদীপিতা ৪৷৷০
কাব্যবিচার ৪৷৷০
ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা ৩৲
Tagore : The Poet and the Philosopher ৪৲

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোঃর
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১৷৷০
চরিত্র সংগ্রহ ২৷০

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
নিরীক্ষা ৪৲

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
সাহিত্য ও সমাজ ২৷৷০

ডাঃ সুশীলকুমার দে'র
নানা নিবন্ধ ৫৷৷০

বিশ্বপতি চৌধুরীর
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৪৲
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

অবধূতের
মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲

পরমেশ্বর মিশ্রের
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৪৲
রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (১ম ও ২য়) ৭৷৷০

শশিশেখর বসুর
মজলিশী-রসরচনা
যা দেখেছি, যা শুনেছি ৩৷৷০

বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোর
মেঘমল্লার ৩৲

সুমথনাথ ঘোষের
সুদূরের পিয়াসী ৩৲
জটিলতা ৩৲

তারাশঙ্করের
কৈশোর-স্মৃতি ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
জন্মেছি এই দেশে ৩৷৷০
নারী ও নিয়তি ২৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-৩৪৯২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা

দাম : আড়াই টাকা

প্রাপ্তিস্থান : পরিষদ কার্যালয় ও সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

BOOKS FROM SOVIET UNION

A. S. Pushkin	
The Captain's Daughter	1- 5-0
The Tales of Ivan Belkin	1- 2-0
Dubrovsky	0- 9-0
I. Turgenev	
Rudin	1-14-0
Three Short Novels	1- 3-0
A Hunter's Sketches	2-13-0
Gogol	
Taras Bulba	0-12-0
A. P. Chekov	
Short Novels And Stories	2- 9-0
Leo Tolstoi	
Childhood : Boyhood : Youth	3- 0-0
M. Gorky	
My Childhood	1- 2-0
My Apprenticeship	1-11-0
My Universities ...	1- 2-0
Selected Short Stories ...	2- 4-0
Mother	2- 9-0
Artamenovs	2- 4-0
MODERN FICTION	
T. Syomushkin	
Alitet Goes To The Hills	2- 4-0
M. Bubennov	
The White Birch Tree (in 2 parts)	3- 6-0
Y. Trifonov	
Students	2-10-0
E. Kazakevich	
Spring On The Oder	2- 1-0
A. Voloshin	
Kuznetsk Land	2- 4-
F. Kazakevich	
Star	0- 9-0

National Book Agency (Private) Ltd.

12, Bankim Chatterjee Street, Cal-12

Branch : 3/2, Medan Street, Cal-13